জীবন-দীপ্তি

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

জীবন-দীপ্তি

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

প্রকাশক ঃ
শ্রী অনিন্দ্যদ্যুতি চক্রবর্ত্তী
সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস্
সৎসঙ্গ, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড

প্রথম প্রকাশ—১০,০০০
২৫শে ফাল্গুন, ১৩৭৬
দ্বিতীয় সংস্করণ—৪,০০০
২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৪
তৃতীয় *(পুণ্য ১২৫তম জন্মবার্ষিকী)* সংস্করণ
২৭শে মে, ২০১২

অক্ষর বিন্যাস ঃ
সৎসঙ্গ গ্রাফিক্স অ্যাণ্ড মাল্টিমিডিয়া সেন্টার
সৎসঙ্গ, দেওঘর

মুদ্রক ঃ
বেঙ্গল ফটোটাইপ কোম্পানি
৪৬/১, রাজা রামমোহন রায় সরণি
কলকাতা ৭০০০০৯

JIBAN-DIPTI, Vol.-II
by Sree Sree Thakur Anukulchandra
3rd edition, May 2012

ভূমিকা

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ-অভীপ্সা-অনুযায়ী তাঁর কতগুলি বাণী একত্র ক'রে 'জীবন-দীপ্তি' নামে একখানি পুস্তিকা বাংলা ১৩৭৫ সালের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত হয়। তাঁর ইচ্ছা ছিল যা'তে লোককল্যাণার্থে ও লোকশিক্ষার্থে তাঁর বাণী-সম্বলিত এমনতর ছোট-ছোট পুস্তিকা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হয়। তাঁর সেই ইচ্ছানুক্রমণায় পরম পূজ্যপাদ বড়দার ব্যবস্থাপনায় 'জীবন-দীপ্তি' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো। পরমপিতার চরণে প্রার্থনা করি এই প্রকাশনা আমাদিগকে অস্খলিতভাবে নিষ্ঠানন্দিত ইষ্টানুচলনে চলতে প্রেরণাপ্রবুদ্ধ ক'রে তুলুক। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
১৯শে ফাল্গুন, ১৩৭৬

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, এম-এ
সম্পাদক, আলোচনা

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

ইষ্টপথানুগামী ভক্তজনের পরম পাথেয় এই জীবন-দীপ্তি ২য় খণ্ড পুস্তিকাটির দ্বিতীয় সংস্করণ জন্মশতবার্ষিক সংস্করণরূপে প্রকাশিত হ'চ্ছে। ভক্তিভাবসঞ্চারী এই পুস্তিকার সম্যক প্রচার ও প্রসার জনজীবনে আনুক ইষ্টচেতনা ও সংবর্দ্ধনা, এই আমাদের প্রার্থনা পরমদয়ালের শ্রীচরণে।

সৎসঙ্গ, দেওঘর — প্রকাশক

২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৪

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য ১২৫তম জন্মবর্ষে 'জীবন-দীপ্তি'-র ২য় খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল।

বিগত সংস্করণগুলির মতো এই সংস্করণও জনজীবনে ইষ্টচেতনা ও সংবর্দ্ধনা আনুক—পরমদয়ালের শ্রীচরণে এই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

সৎসঙ্গ, দেওঘর। — অনিন্দ্যদ্যুতি চক্রবর্ত্তী

২৭শে মে, ১৪১৯

সূচীপত্র

আমার কথাগুলি যদি তোমার -
শুধু কথা-ভেতরের খোরাক মাত্র হয় -
করার বা আবরণের ভেতর দিয়ে
সেগুলিকে যদি -
বাস্তবেই ফুটিয়ে তুলতে না পার -
তবে -

পাওয়া যে তোমার
উপলব্ধিতেই রয়ে যাবে -
এর কিন্তু অতি বিস্ময় -

তোমারই "আমি"

১

তীর্থস্থান,

ও বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ

প্রেরিত-পুরুষোত্তম যাঁরা—

তাঁদের জন্ম ও তিরোভাবের স্থানগুলিকে

কৃষ্টিপ্রবুদ্ধ ধর্ম্মকেন্দ্র ক'রে

সদ্ভাবান্বিত সদাচারমণ্ডিত ক'রে

স্বাস্থ্য ও স্বাভাবিক তাৎপর্য্যানুগ অনুচর্য্যায়

সেগুলিকে স্বাধীন ক'রে

সুনিয়ন্ত্রণে

গণশিক্ষার স্বাভাবিক কেন্দ্র ক'রে তোলা

সবারই কর্ত্তব্য,—

যাতে পৃথিবীর সব দেশেরই লোকসমূহ

ইচ্ছামত সেখানে যেয়ে

সত্তাসম্বর্দ্ধনী ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও সদাচারে

সম্বুদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারে,

এবং সব দেশেরই লোক

জমায়েত হ'য়ে

পারস্পরিক একত্বানুদীপনায়
সবাই সবার সম্পদ্ হ'য়ে উঠতে পারে,
আর, ঐ প্রেরিত-পুরুষোত্তমের প্রতি
সুকেন্দ্রিক হ'য়ে
প্রতি পুরুষোত্তমকেই
তাঁর বিভিন্ন প্রকট অবস্থা-বৈশিষ্ট্যে জেনে
মহা-সংহতিতে সম্বুদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারে—
অনুকর্ম্মী কর্ম্মঠ অনুদীপনায়;
এটা প্রত্যেক রাষ্ট্রের পক্ষে
বিশেষ অপরিহার্য্য করণীয়,
নয়তো লোক-সম্বর্দ্ধনা ও লোক-সংহতি
বিচ্ছিন্ন ও ব্যাহত হ'য়েই চলবে,
জনগণ
শ্রদ্ধাহারা, ছন্নছাড়া স্বৈরাচার-অনুবর্ত্তিতায়
আত্মবিধৃতিকে হারিয়ে
খান-খান হ'য়ে যাবে।

(*বিধান-বিধায়ক, বাণী-সংখ্যা—৪০*)

২

প্রত্যহ ইষ্টভৃতি ক'রো—
অতি প্রত্যূষে
বিনা সর্ত্তেই
যথাশক্তি যেমন তোমার জোটে
তাই দিয়েই,—
তাঁরই যথেচ্ছ ব্যবহারের দরুন;
তোমার উপস্থিতবুদ্ধি সজাগ থাকবে,
স্বতঃ-সন্দীপনী সতর্ক সন্ধিৎসায়
নিজেকে সুবিনায়িত ক'রে
অনেক জঞ্জাল এড়িয়ে চ'লতে পারবে
দুনিয়ায়;
এই ইষ্টভৃতি হ'তে যে বা যারা
তোমাকে বিরত করবে,
ঠিক জেনো—
সে বা তারা
তোমার শত্রু।

(*ধৃতি-বিধায়না*, ২য় খণ্ড, *বাণী-সংখ্যা*—১৪৯)

৩

অনেকবার অনেকরকমে ব'লেছি,

আবার বলি—

নিষ্ঠাতৎপরতা নিয়ে

দৈনন্দিন জীবনযজ্ঞে

প্রথম আহুতি হ'চ্ছে ইষ্টভৃতি,

আর, ঐ নিষ্ঠা-আকৃতি তৎপরতায়

স্বস্তির পথে চলাই হ'চ্ছে—

স্বস্ত্যয়নী;

স্বস্ত্যয়নী মানে হ'চ্ছে—

ভাল থাকার পথে চলা,

আর, ঐ দক্ষ চলনার দক্ষিণাস্বরূপ

ইষ্টসান্নিধ্যে

নিয়মিত অর্ঘ্য-নিবেদন,

যে-অবদানকে সম্বল ক'রে

ঐ নিষ্ঠা-তৎপরতায়

সারা দিনটি চলা যায়—

ঐ পাঁচটি নীতি-বিনায়িত পথে;

ইষ্টভৃতিই বল,

আর, স্বস্তয়নীই বল,

তা' যতক্ষণ না বিধিমাফিক

ইষ্টকে বাস্তবভাবে অর্পিত হ'চ্ছে,
বা নিবেদিত হ'চ্ছে,
ততক্ষণ তা'
ইষ্টভৃতি বা স্বস্ত্যয়নী
হ'য়ে ওঠে না;
আর, ইষ্টভৃতি বা স্বস্ত্যয়নীর
কোনরকম কৈফিয়ত নাই,
হিসাব-নিকাশ নাই;
ঐ দেওয়া বা ঐ দান
ঐ ইষ্টপুরুষেই
সার্থক হ'য়ে ওঠে—
তোমার ঐ নিষ্ঠা-আকৃত অন্তরের
বাস্তব নিবেদন-তৎপরতায়;
এই ইষ্টভৃতি
আর স্বস্ত্যয়নী
যা'দের যেমনতর নিয়তক্রমে চ'লে থাকে,
ঐ সম্বেগ
ধৃতি-নিয়মনায়
তেমনতরই নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে থাকে,
আর, শুভপ্রসূও হ'য়ে ওঠে তা'
তা'দের কাছে অমনতরই;

কারণ, তোমার ঐ সশ্রদ্ধ নিষ্ঠা-প্রণোদিত
আকৃত অনুরাগ
বাস্তব দক্ষ অর্ঘ্যে
তাঁতে অর্পিত হ'য়ে
তোমার বোধদীপনায়
চলার অর্থকে
তাঁ'তে
সঙ্গতিশীল অন্বিত ক'রে তুলে' থাকে,
আর, এই-ই হ'চ্ছে
ইষ্টে রাগযোজনার প্রভাব;
আর, অনিয়ত যা'রা—
তা'দের পক্ষে
তেমনই ন্যূন-ফলবাহী তা',
কারণ, 'স্বাতী নক্ষত্রের জল
পাত্র-বিশেষে ফল',
যেখানে যেমনতর প'ড়বে—
তোমার ব্যক্তিত্বও
প্রভাবান্বিত হবে তেমনতর;
ওর সার্থকতাই কিন্তু
ইষ্টসান্নিধ্যে নিবেদন করায়,
তা'র এক চুল এদিক-ওদিক হ'লেই

খাটবে না কিন্তু,
তা' ইষ্টভৃতি হবে না,
স্বস্ত্যয়নী হবে না;
এমন-কি ইষ্টার্থে
যে-কোন প্রকার নৈবেদ্য
নিবেদন কর
তাঁ'রই শুভ-কামনায়
তাঁরই পরিপোষণায়—
সবগুলি
তাঁরই শুভ-সান্নিধ্য লাভ ক'রলেই
সার্থক হ'য়ে ওঠে,
নইলে নয়,
ওতে কোন স্বার্থবুদ্ধি থাকলে
তাই-ই কিন্তু
কল্যাণের প্রতিবন্ধক হ'য়ে ওঠে,
ঐ পূত প্রভাব
তা'তে বক্রগতিই লাভ করে;
তাই, নীতি হ'চ্ছে—
ইষ্টসান্নিধ্যে
ইষ্টসকাশে
ইষ্টপ্রীত্যর্থে

নিবেদন করা;

সবচেয়ে শ্রেয় হ'চ্ছে—

নিজে গিয়ে দেওয়া,

যেখানে তা' সম্ভব নয়,

ঐ অমনতর পূত অন্তঃকরণে

ডাকঘরের মারফতে

পাঠিয়ে দেওয়া—

যা'তে ইষ্টসান্নিধ্যে পৌঁছানোর

ডাক-রসিদ পেতে পার;

এই ডাক-রসিদ যখন তুমি

হাতে পেলে—

ঐ ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী

বা যে কোন নৈবেদ্য-নিবেদনই হোক,—

তা' সার্থক হ'য়ে উঠল

তখন থেকেই তোমার কাছে,

এর কোন ব্যতিক্রম, ব্যত্যয় বা অন্যথা

ক'রলে চ'লবে না,

বিভাজন ক'রলে চ'লবে না,

স্বার্থ-সন্ধিক্ষু গর্ব্বেপ্সায়

ভাগ-বাঁটোয়ারা ক'রলে

চ'লবে না,

এটা পৌঁছানো চাই তাঁ'রই কাছে
তাঁ'রই যদিচ্ছা ব্যয়ের জন্য;
এই তো ইষ্টভৃতি বা স্বস্ত্যয়নীর
তুক বা মরকোচ,
যা'র ভিতর-দিয়ে
দৈনন্দিন কৃতি-উৎসারণা
সমৃদ্ধ হ'য়ে
ইষ্টে সঙ্গতি লাভ ক'রে
অন্বিত সঙ্গতির অর্থনায়
বিনায়িত হ'য়ে চলে—
আগন্তুক অশুভ অত্যাচারগুলিকে
নিরোধ ক'রে,
এড়িয়ে,
বর্দ্ধন-সার্থকতার সমন্বয়ী ছন্দে;
ইষ্টভৃতি মানে হচ্ছে—
ইষ্টকে ভরণ করা,
ধারণ করা,
পালন করা,
পোষণ ও পূরণ করা,
আর, এই ধারণ-পালন-পোষণ ইত্যাদি
যাঁ'তে প্রত্যক্ষভাবে

সার্থক হ'য়ে ওঠে—
তোমার এই নিবেদন তাঁ'তে,
তাঁ'রই জন্য,—
যে-নিবেদনের প্রতি-প্রভাব
তোমাতে বিকীর্ণ হ'য়ে
ভাস্বর বিভায়
তোমার সত্তাকে
শিবসুন্দরে
সংস্থিত ক'রে তুলতে পারে;
ইষ্টের অবর্ত্তমানে
তাঁর সন্তানসন্ততির মধ্যে
সুনিষ্ঠ আচারবান্
তৎচর্য্যাপরায়ণ উপযুক্ত যিনি
তৎসকাশে,
কিংবা অভাবে, সুনিষ্ঠ আচারবান্
তৎচর্য্যানিরত উপযুক্ত শিষ্য যিনি
তৎসকাশে
ঐ ইষ্টপ্রীত্যর্থে
ইষ্টভৃতি
পাঠাতে হবে;

এমনতর নিষ্ঠা,
এমনতর আকৃতি
এমনতর অনুরাগের সহিত
ইষ্টভৃতির অনুশীলন
ক'রে চল—
যা'তে তোমার জীবনে
তা' অব্যর্থ হ'য়ে ওঠে;
এর কোনপ্রকার খাঁকতি কি
তোমার সত্তাকে সার্থক ক'রতে পারে?
ঐ খাঁকতির ফাঁকের ভিতর-দিয়ে
ফাঁকিই ঢুকে পড়ে,
তা' আবার বজ্রকঠোর বিক্ষেপে
তোমার অদৃষ্টকে
দুরত্যয়া ব্যামূঢ় জড়িমায়
জড়িত ক'রে তুলতে পারে—
নিয়তির কুটিল বিনায়নায়,
ঐ ব্যতিক্রম বা ব্যত্যয়ে
গা ঢাকা দিয়ে।

(*ধৃতি-বিধায়না*, ২য় খণ্ড, *বাণী-সংখ্যা*—৩২৮)

৪

এমনতর কোন সংহতি ক'রতে যেও না,—

যে-বাহানায় প'ড়ে

ইষ্টার্থী আনুগত্য শ্লথ হ'য়ে উঠতে পারে,

বা ধর্ম্মানুগ ভূমি,

যেমন যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি—

এগুলি বিশ্লিষ্ট হ'য়ে উঠতে পারে,

তার মানেই হ'চ্ছে এই—

স্বল্পদৃষ্টি প্রবৃত্তি-প্ররোচিত সংহতির ফলে

সঙ্ঘমেরু যদি বিশ্লিষ্ট হ'য়ে পড়ে,

সেখানে সঙ্ঘ-ব্যক্তিত্ব

খান-খান হ'য়ে যাবে,

তোমার সৃষ্টিকেই তুমি

বিদীর্ণ ক'রে ফেলবে।

(*চর্য্যাসূক্ত, বাণী-সংখ্যা—২০*)

৫

আগত যিনি, উপস্থিত যিনি—

তাঁর বিগতিতে বা তিরোভাবে

তাঁর বংশে যদি

তাঁতে অচ্যুত, সশ্রদ্ধ, আনতি-সম্পন্ন,

প্রবুদ্ধ সেবাপ্রাণ,

তঁৎবিধি ও নীতির সুষ্ঠু পরিচারক ও পরিপালক,

সানুকম্পী-চর্য্যানিরত, সমন্বয়ী সামঞ্জস্য-প্রধান,

পদনির্লোভ, অদ্রোহী, শিষ্ট-নিয়ন্ত্রক,

প্রীতিপ্রাণ—এমনতর কেউ থাকেন—

তাঁরই অনুগমন ক'রো,

কিংবা তাও যদি না পাও

তবে তাঁর কৃষ্টি-সন্ততির ভিতর

অমনতর গুণসম্পন্ন যিনি

তাঁরই অনুগমন ক'রো—পারম্পর্য্যে,

যতক্ষণ আবার আগতের অভ্যুত্থান না হয়,

ঠকবে না—

শিষ্ট-সমন্বয়ে সম্বর্দ্ধনাও পাবে।

(সম্বিতী, ১ম খণ্ড, বাণী-সংখ্যা—৩৯)

৬

যে-কোন জাতিরই
যে-কোন মানুষেরই হোক না কেন—
সে যদি
সৎপ্রকৃতিসম্পন্ন
ও সদাচারশীল হয়,
সে যদি
সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ ক'রে থাকে—
মাছ-মাংস বর্জ্জন ক'রে,
আচার্য্যে
অস্খলিত নিষ্ঠানিপুণ হ'য়ে
চলতে থাকে—
সুবোধবিদীপ্ত বিধিবিনায়নে
কৃতিতপা হ'য়ে,
তাঁর বৈশিষ্ট্য যদি ব্যতিক্রমদুষ্ট না হয়,
কাঁটায়-কাঁটায়
এগুলি যদি সে করে,—
ভবিষ্যৎ তাঁকে
আচার্য্য-অভিবাদনে

অভিষিক্ত ক'রে থাকে,
আর, যিনি আচার্য্য হন,
তিনি সুষ্ঠু সম্মাননীয়
আপনিই হ'য়ে ওঠেন—
লোক-হৃদয়ের
অন্তর-আকৃতি-উচ্ছলায়,
অবিধিক্রম
তাঁর বোধ ও কৃতিপথকে
লাঞ্ছিত করতে পারে না,
তিনি
ঋষিত্বের অধিকারী হ'য়ে ওঠেন,
তাঁর ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য
অমনতরই
উচ্ছল ওউজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে—
সৎপ্রদীপ-সন্দীপনায়।

(আদর্শ-বিনায়ক, বাণী-সংখ্যা—১৩৮)

৭

যিনি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ তথাগত
বা প্রেরিত-পুরুষোত্তমে
প্রীতি-সম্বন্ধ নন—
সত্য, শিব ও সুন্দরের
সুসঙ্গত অধিষ্ঠান তিনি ন'ন,
তাই, তিনি সৎ-আচার্য্যও হ'তে পারেন না;
সৎ-আচার্য্যের অনুবেদনা নিয়ে
অনুপ্রেরণা নিয়ে
অনুশ্রয়ী অনুদীপনায়
যে ঐ তথাগত বা প্রেরিত-পুরুষোত্তমে
রাগদীপ্ত সংশ্রয়ী হ'য়ে ওঠেনি—
আনত আকৃতিতে
ঐ আচার্য্যবেদীমূলে আত্মনিবেদন ক'রে,
সেই প্রেরিত-পুরুষোত্তমের অনুচর্য্যায়,
জীবনে তাঁর নিদেশগুলিকে সার্থক ক'রে,—
সে কখনই কারও

শ্রেয় হতে পারে না,
তাই সে শ্রয়ীও হতে পারে না কা'রও
তৎ-সংশ্রয়ী সম্বেদনী পরিচর্য্যামুখতা
কা'রও জীবনকে সুকেন্দ্রিক সুনিয়মনে
সম্বুদ্ধ ও সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে পারে না;
তাই, ঐ প্রেরিত-পুরুষোত্তমে
ব্যতিক্রমী
স্খলিতসম্বেগ হ'য়ে উঠো না কিছুতেই,
তাঁকে পেলে
তাঁকেই সরাসরি গ্রহণ ক'রো,
আর, তাঁর অবর্ত্তমানে
তন্নিষ্ঠ সৎ-আচার্য্য যিনি
তিনিই
তদুপাসনার আশ্রয় হ'য়ে উঠুন তোমার,
আত্মনিয়মন-নিবুদ্ধ হ'য়ে
তন্নিয়মনী তৎপরতায়
তুমি মানুষের শ্রেয় হ'য়ে ওঠ,

তোমার বোধিদীপনায়

মানুষ 'সত্যং, শিবং, সুন্দরম্'-এর ঝলক পেয়ে

প্রাণন-দীপনায় উচ্ছল হ'য়ে উঠুক,

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের

সংসূত্র-সঙ্গতি নিয়ে

তোমার বোধি

আপূরয়মাণ তৎপরতায়

আপোষণী তৎপরতায়

সংরক্ষণী সম্বেদনায়

অভিদীপ্ত হয়ে উঠুক;

ঈশ্বরই মঙ্গল-স্বরূপ,

আর, শ্রেয়ই শুভের অভিব্যক্তি,

আর, ঈশ্বর যা-কিছুরই পরমাশ্রয়।

(আদর্শ-বিনায়ক, বাণী-সংখ্যা—১৫১)

৮

আচার্য্যের আবির্ভাবে

স্বাধ্যায়ী গুরুর গুরুত্ব অর্সে আচার্য্যে—

যিনি আচরণ ক'রে জেনেছেন;

আবার, পুরুষোত্তমের আবির্ভাবে

আচার্য্যের গুরুত্ব অর্সে পুরুষোত্তমে,

তিনি একাধারে গুরু, আচার্য্য

ও বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ পুরুষোত্তম,

যখন আচার্য্য বা পুরুষোত্তম না থাকেন,

তখন স্বাধ্যায়ী গুরুতেই

তাঁদের গুরুত্ব অর্সে থাকে;

যখন পুরুষোত্তম না থাকেন,

আচার্য্য থাকেন—

তখন আচার্য্যই গ্রহণীয়;

পুরুষোত্তমের অভ্যুদয়ে

আচার্য্য, গুরু প্রভৃতি সকলেই

তাঁতে

স্বতঃ-সন্দীপনায় সার্থক হ'য়ে ওঠেন—

পুরশ্চরণী অনুদীপনায়;

এক-কথায়, পুরুষোত্তম যখন বর্ত্তমান,

তখন তিনিই শরণীয়,

পুরুষোত্তমের অবর্ত্তমানে

তঁন্নিষ্ঠ, তঁত্তপা আচার্য্যই শরণীয়,

আবার, আচার্য্যও যখন না থাকেন

তখন পুরুষোত্তম-নিষ্ঠ স্বাধ্যায়ী গুরুই আশ্রয়ণীয়,

ফলকথা, আচার্য্য ও সাধ্যায়ী গুরুর

গুরুত্বের উৎসই হ'ল—

পুরুষোত্তম-নিষ্ঠা,

এবং সর্ব্বাবস্থায় পুরুষোত্তমই

উপাস্য ও ইষ্ট—মানুষের,

আর, পূর্ব্বতন পুরুষোত্তম যাঁরা—

তাঁরা সবাই আপূরিত জীয়ন্ত হয়ে ওঠেন

সাম্প্রতিক পুরুষোত্তমে।

(*আদর্শ-বিনায়ক, বাণী-সংখ্যা—৬৪*)

৯

স্বাধ্যায়ী গুরু যেখানে

সেখানে গুরু-অন্তর হ'তে পারে,

কিন্তু বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ

পুরুষোত্তম-উপনিষণ্ণ আচার্য্য যিনি,

তাঁর অন্তর হ'তে পারে না কখনই,

কারণ, বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ

পুরুষোত্তমই

পরম আচার্য্য,

আর তিনিই পরাৎপর,

এবং তৎ-সংশ্রয়ী আচার্য্য

যিনিই হো'ন না কেন,

তিনি তাঁরই প্রতিষ্ঠা ক'রে থাকেন;

ঐ আচার্য্যের অগ্নি-অবদান

সংরক্ষিত ক'রে

ব্রহ্মচর্য্য হ'তে সন্ন্যাস পর্য্যন্ত

তাঁরই পরিচর্য্যা ক'রে চলতে হয়;

যে-কোন প্রলোভনেই হো'ক,

তাঁকে যে-মুহূর্ত্তে ত্যাগ করলে—

তোমার বর্দ্ধনার প্রেরণ-প্রদীপ্তিকে

বানচাল ক'রে দিলে তখনই,

তোমার জীবনের জৈবী জমাটকে—

ঐ জীয়ন্ত দানাকে

অপসৃত ক'রে

বোধি-ব্যক্তিত্বকে

ছন্নতায় আহুতি প্রদান করলে,

ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টেই হ'লো তোমার

জীবন-গতির ব্যর্থ-আহুতি;

মনে রেখো—

উপবীত-ধারণই বল,

আর অগ্নি-সংরক্ষণই বল,

তা' ঐ আচার্য্যেরই স্মারক-পরিচর্য্যা,

তাই, আজীবন অব্যাহত রাখতে হবে তা'।

(*ধৃতি-বিধায়না, ১ম খণ্ড, বাণী-সংখ্যা—২৮*)

১০

ইষ্টার্থ-সমর্থন ও সহানুভূতির ভাঁওতায়
যা'রা তোমাদের ভিতর
বিরোধ সৃষ্টি করে,
প্রতারণার ভিতর-দিয়ে
এক হ'তে অন্যকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তোলে,
ইষ্টার্থ-সার্থকতার নানা কিছু
অবতারণা ক'রে
স্বার্থ-সিদ্ধির বা উদ্দেশ্যসিদ্ধির
ভাঁওতাবাজি জাল সৃষ্টি ক'রে চলে,
ইষ্ট বা আদর্শ হ'তে
মানুষকে বিভ্রান্তির মহড়ায়
ভিন্ন বা আলাহিদা করবার
প্রয়াসী যা'রা,
আদর্শপূজার বাহানায়
মানুষকে আদর্শচ্যুত ক'রে তোলবার
পরিচালনা নিয়েই চলে,
সংহতিকে ভেঙ্গে নানারকমে
দলের সৃষ্টি করে থাকে,
স্তোতন-অনুকম্পায় নিন্দাবাদ ক'রে
বা নিন্দাবাদের প্রশ্রয় দিয়ে

মানুষের অন্তঃকরণ
ভ্রান্তি-কোটরস্থ ক'রে তোলবার প্রয়াসই
যা'দের বদান্য-আপ্যায়না,
—এক-কথায়, হজরত রসুলের ভাষায়
যা'রা স্বার্থ-সংক্ষুধ মোনাফেক,—
এমনতর সংস্রব হ'তে
নিজেকে সাবধান রেখো,
অন্যকেও সাবধান ক'রতে
কসুর ক'রো না;
কারণ, এর আওতায় প'ড়লেই
তোমার অন্তঃস্থ সাত্বত অভিনিবেশ
ছিন্ন-ভিন্ন হ'য়ে উঠবে,
আদর্শে বিক্ষেপ সৃষ্টি হবে,
পারস্পরিকতা ব্যাহত হ'য়ে উঠবে;
এই এমনতর অক্টোপাসের
কূট আলিঙ্গন
তোমার জীবন ও বর্দ্ধন-স্রোতকে
বিক্ষিপ্ত ও বিকেন্দ্রিক ক'রে
সার্থক সঙ্গতিশীল চলনকে
ধ্বংস-ধর্ষিত ক'রে তুলতে
একটুও ত্রুটি ক'রবে না কিন্তু;

তোমার সত্তা,
ইষ্টীচলন
ও সম্বেদনী পারস্পরিক সংস্রব
ঐ সংঘাতে দীর্ণ ও বিদগ্ধ হ'য়ে
জাহান্নমের দিকে চ'লতে থাকবে;
ধর্ম্মের অলৌকিক প্রত্যাশায়
দীক্ষা, অনুশীলন ও অনুচলন
কেন্দ্রচ্যুত হ'য়ে
ইষ্টহারা হ'য়ে
আত্মোন্নতির বাস্তব প্রস্তাবনা
ও প্রকৃষ্ট চলনকে
নিকেশ ক'রে
সম্যক সার্থক সঙ্গতিশীল কৃতিচলনকে
নষ্ট ক'রে তুলবেই কি তুলবে;
তাই, ভগবান রসুলের কথা—
"যাহারা স্বীয় ধর্ম্মকে
খণ্ড খণ্ড করে
ও দলে-দলে বিভক্ত হয়,
তাহাদিগের সহিত তোমার কোন
সম্বন্ধই নাই,
তাহাদের কর্ম্মফল তো আমার হাতে,

পরন্তু তাহারা পৃথিবীতে
যাহা কিছু করিয়াছে,
তাহার ফলাফল
তিনি তাহাদিগকে জ্ঞাপন করিবেন;"
তাই বলি,—সাবধান!
এমনতর কাউকে দেখলে
বা বুঝতে পারলে
তোমার সঙ্গ ও সঙ্গতি হ'তে
দুরেই রেখো তাদের,
নিজেরাও দূরে থেকো;
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়
সেগুলিকে একদম নিরাকরণ করতে
এতটুকুও কসুর ক'রো না—
যদি বাঁচতে চাও,
আর অন্যকেও বাঁচাতে চাও।

(*সমাজ-সন্দীপনা, বাণী-সংখ্যা—৩৮৮*)

"কানে-কানে গোপন কথায়
দিয়ে বেড়ায় অসৎ ঢেউ,
শয়তানেরই সেবক তারা
বুঝতে বাকী রয় কি কেউ।"

(*অনুশ্রুতি*)

১১

তোমার ইষ্টই হোন,
শ্রেয় বা প্রেয়ই হোন,
তাঁদের অমর্য্যাদাকর ব্যাপারে
তুমি যদি প্রচণ্ড তৎপরতায়
অমর্য্যাদাকারীকে
দলনদীর্ণ ক'রে না তুলতে পারলে—
সুযুক্ত সন্দীপনায়,—
পরাক্রমী সম্বেগ নিয়ে
যে-কোন প্রকারে
তার ঐ আক্রুষ্ট আবেগকে
একদম তিরোহিত ক'রে তুলতে না পারলে—
অনুতাপ-উদ্দীপনায় বিনীত ক'রে তা'কে,
তোমার ইষ্ট বা শ্রেয়-প্রেয়-আনতি
ক্লীব তো বটেই,
তা'ছাড়া, তুমি তাঁতে সুসঙ্গতিশীল নও—
তারও প্রমাণ ঐটেই;

ঐ অমর্য্যাদাকর ব্যাপারে
চুপ ক'রে থাকা,
নিষ্ক্রিয় হ'য়ে থাকা,
আপ্যায়নী সৌজন্য প্রকাশ করা,
তা' নিরোধে প্রতিহত না-করা মানেই হচ্ছে—
তাকে সমর্থন করা,
তার ফলে, তোমার অন্তর-অনুগতিও
ঐ সংক্রমণ-প্রভাবে
যে, প্রভাবান্বিত হ'য়ে উঠবে খানিকটা
তা কি আর বলতে হবে?
তোমার ক্লীব-পরিবেদনা
পরাক্রমহারা হ'য়ে
জীবনকে কৃতী ক'রে তুলতে পারবে কমই—
এ-কথা কিন্তু অতিনিশ্চয়।

(*সমাজ-সন্দীপনা, বাণী-সংখ্যা-২৬৩*)

১২

যেই হোক না কেন,

সে যদি ঋত্বিক্‌ও হয়,

যে অন্যের নিন্দাবাদ ক'রে

নিজের প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করতে চায়,

মানুষ ঠকিয়ে

অর্থ ও সম্পদ্‌ লাভ করতে চায়,—

তাদের অন্তঃকরণকে

উচ্ছল ক'রে নয়,

ইষ্টার্থকে উদ্বুদ্ধ ক'রে নয়—

কর্ম্ম-সন্দীপনায়,—

সাবধান থেকো তাদের থেকে,

তা'রা তোমার সত্তাকে

ছুবলে বিযাক্ত করতে চায়;

তুমি যদি তাকে নিরোধ না কর,

তা' হতে অন্যকেও নিরুদ্ধ

না ক'রে তোল,

আর, নিজেকেও বিচ্ছিন্ন না কর,—

বুঝে নিও—

শাতন লোলুপ দৃষ্টিতেই

অপেক্ষা করছে,

অবদলন নিকটেই তোমার।

(সমাজ-সন্দীপনা, বাণী-সংখ্যা—৩১৯)

"সংহতিতে ভাঙ্গন ধরায়

চাল মোলায়েম যমের দূত,

এমন এদের সাহচর্য্যে

হর মানুষ হয় জ্যান্ত ভূত।"

(অনুশ্রুতি)

১৩

বৈশিষ্ট্যপালী, আপূরয়মাণ অনুক্রমিক পুরুষোত্তম যাঁরা,
সদ্‌গুরু যাঁ'রা ঋষি যাঁরা,
তাঁদের অন্বয়ী সার্থক-সুসঙ্গত
বোধিবীক্ষিত বাণীই শ্রুতি;
ঋত্বিকই হউন, আচার্য্য বা পুরোহিতই হউন,
বা অন্য যে-কেউই হউন না কেন,
তাঁদের বলাগুলিতে ঐ বাণীর সাথে অসঙ্গতি যেখানে,
এমন-কি, তাৎপর্য্যেও যদি অসঙ্গতি দেখা যায়,
তা' কিন্তু অপরিপালনীয়;
যদি কেউ, এমন-কি কোন সৎলোকই যদি বলেন,
"পুরুষোত্তমও এই-ই ব'লেছেন,"
এমন-কি, তা'রা যদি স্মৃতিগত ব'লে কোন কথা
জোরগলায়ও বলেন,
আর, তা' যদি ঐ বাণী ও বাণীর তাৎপর্য্যে
ব্যতিক্রমবাহী হয়,
তা'ও কিন্তু অপরিপালনীয়;
অজ্ঞতাবশতঃ কেউ যদি
ঐ পুরুষোত্তম, সদ্‌গুরু বা ঋষির

সুসঙ্গত তাৎপর্য্যশীল বাণীগুলির
ব্যতিক্রমী নিদেশ-অনুযায়ী
জীবন ও কর্ম্মকে পরিচালিত করেন
তা' সাধারণতঃ জীবনকে বিকেন্দ্রিক ও বিক্ষুব্ধ ক'রে
সর্ব্বনাশের দিকেই পরিচালিত ক'রে থাকে;
তাই সাবধান—
বিশেষ বিবেচনার সহিত
ঐগুলির তাৎপর্য্য পর্য্যবেক্ষণ-করতঃ
যা'তে ঐ ভাগবতশ্রুতিকে লঙঘন ক'রে
সত্তাপোষণী প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ বাণী অনুসরণ
ক'রতে না হয়, তাই কর;
ঐ শ্রুতিবাণীর সঙ্গতির তালে তাল মিলিয়ে
যা' তাৎপর্য্যে সার্থক হ'য়ে ওঠে
তা'রই অনুসরণ ক'রো—
ভ্রান্ত হবে কমই, নষ্টও পাবে তুমি কমই,
তাই শাস্ত্রের নিদেশই হচ্ছে—
'শ্রুতি-স্মৃতি-বিরোধে তু
শ্রুতিরেব গরীয়সী'।

(ধৃতি-বিধায়না, ১ম খণ্ড, বাণী-সংখ্যা—২৭২)